Sanatan Dharma

মা লক্ষ্মীর ব্রতঃ

লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানঃ
পাশাক্ষমালকিান্তোজ-সৃণভিরি্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রয়িং ত্রলৈোক্যমাতরম্।।

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার-ভূষতিাম্। রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদং দক্ষণিনেতু।। পূজামন্ত্র-শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রঃ
নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরপ্রিয়ে।
যা গতস্তিং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ।

প্রণাম মন্ত্রঃ
বশ্বিরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মলয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।।

স্তবঃ
ত্রলৈোক্য পূজতিে দেবি কমলে বষ্ণিবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থরিা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থরিা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতরি্হরপ্রিয়া।
পদ্মপদ্মলয়া সম্পদ্ সৃষ্টি শ্রীঃ পদ্মধারণী।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থরিা লক্ষ্মীর্ভবেস্তস্য পুত্রদারদভিঃ সহ।।

মায়রে পাঁচালীঃ

দোল পূর্ণমিার নশিি নরি্মল আকাশ।
ধীরে ধীরে বহতিছে মলয় বাতাস ।।
লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ।
করতিছে নানা কথা সুখে আলাপন ||
সইেকালে বীণা হস্তে নারদ মুনবির।
লক্ষ্মী নারায়ণে নমি কহলি বস্তির।
ঋষি বলে মাগাে তব কমেন বচিার।
সর্বদা চঞ্চলা হয়ে ফরি দ্বারে দ্বার ।
মর্ত্যবাসী সদা তাই ভুগছিে দুর্গতি।
ক্ষণকেরে তরে তব নাহি কোথা স্থতি।
প্রতদিনি অন্নভাবে সবে দুঃখ পায়।
প্রতি গৃহে অনশন জীর্ণ-শীর্ণকায় ॥
নারদরে বাক্য শুনি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।।
সঘনে নঃিশ্বাস ত্যজি কহে মৃদুবাণী ।।
বৃহস্পতবিারে মলি যত এয়াগেণে।
বাড়বিে ঐশ্বর্য্য তাহে তামোর কৃপায়।

দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায় ॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
মর্ত্যে চলিলেন লক্ষ্মী ব্রত প্রচারণে।
অবন্তী নগ,রে লক্ষ্মী হ'ল উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া হ'ল বড়ই স্তম্ভিত।
নগরের লক্ষপতি ধনেশ্বর রায়।
অগাধ ঐশ্বৰ্য্য তার কুবেরের প্রায়।
সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষ ।
প্রজাগণে পালিত সে পুত্র নির্বিশেষে ॥
যথাকালে সসম্মানে গেলে লোকান্তর ।।
কভুনা কাহার প্রতি আমি করি রোষে।
পতির মৃত্যুর পর সপ্ত সহোদর।
হইল পৃথক অন্ন সপ্ত সহোদর ||
নরনারী দুঃখ পায় নিজ কর্মদোষ ॥
যাও তুমি ঋষির ত্রিলোকে ভ্রমণে।
ইহার বিধান আমি করিবি যতনে ॥
অতঃপর চিন্তি লক্ষ্মী নারায়ণে কয়।।
কিরূপে হরিবি দুঃখ কই দয়াময় ।
হরি কহে শুন সতী বচন আমার।
মর্ত্যধামে লক্ষ্মী ব্রত করহ প্রচার ।।।

বৃহস্পতিবারে মিলি যত এয়োগেণে।
সন্ধ্যাবেলা পূজার কথা শুনি ভক্তিমনে।
বাড়িবে ঐশ্বর্য্য তাহে তোমার কৃপায়।।
দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায় ||
শ্রীহরির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
মর্ত্যে চলিলেন লক্ষ্মী ব্রত প্রচারণে ॥
অবন্তী নগরে লক্ষ্মী হ'ল উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া হ'ল বড়ই স্তম্ভিত।
নগরের লক্ষপতি ধনেশ্বর রায়।
অগাধ ঐশ্বর্য তার কুবেরের প্রায়।
সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষে।
প্রজাগণে পালিত সে পুত্র নির্বিশেষে ।
এক অন্নে সাত পুত্র রাখি ধনেশ্বর।
যথাকালে সসম্মানে গেলে লোকান্তর ||
পতির মৃত্যুর পর সপ্ত সহোদর।
হইল পৃথক অন্ন সপ্ত সহোদর ।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীদেবী ছাড়িল সবারে।
সোনার সংসার সব গেলে ছারখারে।
বৃদ্ধা ধনেশ্বর পত্নী না পারি তিষ্ঠিতে।
গহণ কাননে যায় জীবন ত্যজিতে।
হেনকালে ছদ্মবেশে দেবী নারায়ণী।
বন মাঝে উপনীত হলেন আপনি।

মধুর বচনে দেবী জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে।
কিজন্য এসেছ তুমি গহণ কান্তারে ।
কাঁদিতে কাদিতে বৃদ্ধা অতি দুঃখভরে।
তাহার ভাগ্যেরে কথা বলিলি লক্ষ্মীরে।
সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা।
ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিলি।
ত্যজিবি জীবন আমি করেছি বাসনা ।
লক্ষ্মীদেবী বলে শুন আমার বচন।
মহাপাপ আত্মহত্যা নরকে গমন।
আমি বলি সাধবী তুমি কর লক্ষ্মীব্রত।
দুঃখ রবি অস্ত যাবে হবে পূবমত।
মনতে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন।
একমনে ব্রতকথা করবিে শ্রবণ ।
ঘরে গিয়ে এয়াে লয়ে কর লক্ষ্মীব্রত।
যেই গৃহে লক্ষ্মীব্রত গুরুবারে হয়।
বাঁধা থকে লক্ষ্মী তথা জানিও নিশ্চয় ।
বলিতে বলিতে দেবী নিজ মূর্তি ধরি।
দরশন দিলি তারে লক্ষ্মী কৃপা করি ।
মূর্তি হেরি বৃদ্ধা তারে প্রণাম করিলি।
আনন্দিত হয়ে বৃদ্ধা গৃহতে ফিরিলি ।
গৃহতে ফিরিয়া বৃদ্ধা করিলি বর্ণন।
যেরূপে ঘটিলি তার দেবী দরশন।
ব্রতের বিধান সব বধূদেরে বলে ।
শুনি বধুগণ ব্রত করে কৌতূহলে ॥
বধূগণ লয়ে বৃদ্ধা করে লক্ষ্মীব্রত।
হিংসা দ্বেষে-স্বার্থ ভাব হৈল তিরোহিত।

মালক্ষ্মী করিলি তথা পুনরাগমন।
অচিরে হইল গৃহ শান্তি নিকেতন।
দৈবযোগে একদিন বৃদ্ধার আলয়ে।
উপনীত এক নারী ব্রতের সময়ে ||
ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিলি ।
লক্ষ্মীব্রত করবিারে মানস করিলি ।
স্বামী তার চিররুগ্ন অক্ষম অর্জনে।
ভিক্ষা করি যাহা পায় খায় দুইজনে।
এই কথা চিন্তি নারী করছিে কামনা।
নিরোগে স্বামীরে কর চরণে বাসনা ॥
ঘরে গিয়ে এয়াে লয়ে করে লক্ষ্মীব্রত ।
ভক্তিসহ সাধবী নারী পুজে বিধিমত ।।
দেবীর কৃপায় তার দুঃখ হলাে দূর।
পতি হলাে সুস্থ দেহে ঐশ্বর্য্য প্রচুর ॥
কালক্রমে শুভদিনে জন্মিলি তনয়।
সংসার হইল তার সুখের আলয় ।

Published on: Jan, 14 2023 12:14

দয়াময়ী লক্ষ্মীমাতা সদয় হইল।
রূপবান পুত্র এক তাহার জন্মিল ||
এইরূপে লক্ষ্মীব্রত করে ঘরে ঘরে।
প্রচারিত হলো ক্রমে অবন্তী নগরে।।
শুন শুন এয়াগেণ এক অপূর্ব ব্যাপার
ব্রতের মাহাত্ম হ'ল যে ভাবে প্রচার ।

অবন্তী নগরে এক গৃহস্থ ভবনে।
এয়াগেণ লক্ষ্মীব্রত করে একমনে ||
সহসা সেখানে এলো বণিক তনয়।
উপনীত হলো তথা ব্রতের সময় ।
ধনরত্ন আদি করি ভাই পঞ্চজন।
পরস্পর অনুগত রয় সবর্জন ।
ব্রত দেখি হলো করি সাধুর তনয়।
বলে একি ব্রত, ইথে কিবা ফলাদোয় ॥
সদাগর বাক্য শুনি বলে বামাগণ।
করি লক্ষ্মীব্রত যাতে কামনা পূরণ ॥
পুনরায় কৃপা দৃষ্টি দিনে সদাগরে |
এই ব্রত যে করিবে ধনে জনে তার।
লক্ষ্মী বরে হবে তার সোনার সংসার
শুনি তাহা সদাগর বলে অহঙ্কারে
যে জন অভাবে থাকে সে পূজে উহারে ॥
সাধুর সংসার হলো পূর্বের মতন।
ধনৈশ্বর্য ভাগে আদি যা কিছু সম্ভবে।
সবই তো আমার আছে আর কিবা হবে।।
ভাগ্যে না থাকিলে লক্ষ্মী কিবা দিবে ধন।
হেনে কথা কভু আমি না শুনি কখন।
অহঙ্কার বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে।
গর্বের কারণে লক্ষ্মী ছাড়িলি তাহারে ||
অহঙ্কার বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে
গর্বের কারণে লক্ষ্মী ছাড়িলি তাহারে ॥
ধনমদে মত্ত হয়ে লক্ষ্মী করি হেলা।
নানা রত্ন পূর্ণ তরী বাণিজ্যেতে গেলো।।
দৈবযোগে লক্ষ্মী কোপে সহ ধনজন।
সপ্ততরী জলমধ্যে হইল নিমগন ।

গৃহমধ্যে ধনৈশ্বর্য যা ছিলি তাহার।
বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়ে হলো ছারখার।
দূরে গেলে ভ্রাতৃভাব হলো ভিন্ন অন্ন।
সোনার সংসারে তার সকলে বিপন্ন।
ভিক্ষাজীবী হায়ে সবে ফিরে ঘরে ঘরে।
পেটেরে জ্বালায় ঘারে দেশে দেশান্তরে।
এরূপ হইল কেনে বুঝিতে পারিলি।।
কেঁদে কেঁদে লক্ষ্মীস্তব করিতে লাগিলি।।

সদয়া হইল লক্ষ্মী তাহার উপরে।
পুনরায় কৃপা দৃষ্টি দিনে সদাগরে ।
মনে মনে মা লক্ষ্মীরে করিয়া প্রণাম
ব্রতরে সংকল্প করি আসে নিজ ধাম॥
লক্ষ্মীব্রত করে সাধু লয়ে বধুগণ।।
সাধুর সংসার হলো পূর্বরে মতন |
এইভাবে লক্ষ্মীব্রত মর্ত্যতে প্রচার।
সদা মনে রেখো সবে লক্ষ্মীব্রত সার।
এই ব্রত যেই নারী করে একমনে।।
লক্ষ্মীর কৃপায় সেই বাড়ে ধনে জনে ।
যাড়ে করি হাত ভক্তি যুক্ত মনে।
করহ প্রণাম এবে যে থাক যেখানে।
ব্রতকথা যবো পড়ে যবো রাখে ঘরে ।
লক্ষ্মীর কৃপায় তার মনাবোঞ্ছা পুরে ॥
লক্ষ্মীর ব্রতরে কথা বড় মধুময়।
প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয় ।
লক্ষ্মী ব্রতকথা হথো হৈলে সমাপন।
মনরে আনন্দে বল লক্ষ্মীনারায়ণ।

OR

মা লক্ষ্মীর পাঁচালী.....
দোল পূর্ণমির নিশি নির্মল আকাশ।ধীরে ধীরে বইতেছে মলয় বাতাস ।।বৈকুন্ঠেতে একাসনে লক্ষ্মী নারায়ন ।করিতেছে কত কথাসুখে আলাপন।।সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব কত কথাহয় ।শুনিয়া পুলকিতহয় দেবীর হৃদয়।।অকস্মাৎ দেবর্ষি নারায়ন স্বরে ।আসিলেন ভক্তি চিত্তে বৈকুন্ঠ নগরে ।।প্রনাম করি দেবর্ষি বিলনে বচন ।মর্ত্যে দুর্ভিক্ষ মাগো কিভীষন ।। ঋষিবলে মাতুমি চঞ্চলা মন । সর্বদা ঘোরোভবনহতে ভবন ।। তাইমর্ত্যবাসী কষ্টকত পায় । দেখি তাহা কেমনে মমপ্রানে সয় ।। অন্নাভাবে লোকে কতকষ্ট ভোগে । মরিতেছে অনাহারেকৃশকায়রোগে ।। ধর্মাধর্ম লোকে সবেত্যাগ করিদিয়ে । স্ত্রী কন্যাবিক্রিকিরে ক্ষুধার জ্বালায় ।।দুর্ভিক্ষে হইলো শেষে মরে জীবগন।দয়াকরে মাগো তুমি করো নিবারন ।।এই দুর্দশা দেখি প্রানে নাহি সয় ।করো নিবারন মাগো হইয়াসদয় ।।নারদরে বাক্য শুনি কহনে হরপ্রিয়া।বিশ্বমাতাআমিদেবী বিষ্ণুজায়া ।। যেমেন করে সে তেমন পায় । সে দোষেকের্মফল, করে হায়হায়।। মহামায়ারস্বরূপে নারী সত্যবচন । মর্ত্যবাসীনা মানে এই কথন।। সদাচার কুলশীলদিয়া বিসর্জন । ঘরে লক্ষ্মীকেরে সদা বর্জন ।। এমনমনুষ্যজাতমিহাপাপ করে । কর্ম দোষেলেক্ষ্মী ত্যাজে তাহারে ।। নারীর পরমগতিস্বামী ভিন্ন কবো । ভুলেও নাকরে নারী পতিপিদসবো ।।যথায়স্বচ্ছায়ঘুরিয়া বেড়ায় ।গুরুজনে নানা কটুবাক্য শোনায় ।।সর্বদা হিংসা করে নামানে আচার ।হিংসাততোরমজে সংসার ।। ছড়ানাহিদিয়ে, প্রভাতকালে । লক্ষ্মী সে স্থানছাড়িয়া চলে ।। অতিথি যদিউপস্থিতিহয় দ্বারে । দূর দূর করি তারায়তাহাড়ে ।। যবো গুরু, ব্রাহ্মণ দেখেভিক্তি নাহি করে।মম নিবাস কভু নহে সেই ঘরে ।।এঁয়োতেরি চিহ্ন সিঁদুর শাখা নাদেয় ।বাসী কাপড়ে যথাতথাবেড়ায় ।। স্নাননিত্য নাহি করে যে মনুষ্য গণ ।ত্যাজিয়া তাহারে, করি অন্যত্র গমন।।তিথি ভেদে যবো নিষিদ্ধদ্রব্য খায়।হই না কভুতারওপর সহায়।।যে মনুষ্য ভক্তিভাবে একদশী না করে ।কদাপি নাহি থাকি তাহার ঘরে ।।উচ্চহাসিহাসিয়াযে নারী ঘোরে ।গুরুজন দেখি ঘোমটা না টানে ।।বয়োজ্যেষ্ঠ দেখি যারা প্রনামনাকরে ।সন্ধ্যাকালে ধূপ দীপনাহি দেয় ঘরে ।।ঠাকুর দেবেতা আদিকিভু নাপূজে । সাধুসন্ন্যাসী

Published on: Jan, 14 2023 12:14

দেখি হাসাহাসি করে ।।এমন নারী যে গৃহতে বসতি রয় ।লক্ষ্মী ত্যাজে তাহাকে জানবিনেশ্চয় ।।এত বলি লক্ষ্মী দেবী বলনে মুনকিে ।কর্মদোষে মনুষ্য নজিফল ভোগে ।। ঋষবিলে মাগো তুমজিগতজননী । সন্তান কেকেরো ক্ষমা হে সনাতনী ।। দূর করদিাওমাভীষন মহামার । বর দযি.জেীবরে করহ নস্তার ।। এইবলবিদিায় হইলনে মহামুনি । চন্তিতিহইয়াকহনে নারায়নী ।। কহ কহকৃপাময়প্রভু নারায়ন । করিূপে নস্কৃতপিাইবে জীবগণ।। লক্ষ্মীদেবীর কথাশুনি কহনে জনার্দন ।শুনদেবী মন দযি়া আমারবচন ।। তুমযিে পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী ।তোমার কৃপায় দূর হইবে অনাসৃষ্টি ।।যে জন গুরুবারে লক্ষ্মী ব্রত করে ।সুখে জীবন কাটাইবে তোমার বরে ।।লক্ষ্মী কভু নাহি ছাড়বিতোহারে ।জীবনান্তে আসবিে সে বকৈুন্ঠ নগরে ।।মর্ত্যে গযি়া কর এই ব্রত প্রচার ।তোমার কৃপায় দূর হইবে অনাচার ।।গমন করনে দেবী শুনি হররিকথা ।পঁচেকে মর্ত্যে আইলনে জগতমাতা ।।অবন্তী নামক নগরী পাশে এক বন ।তথা আসি মাকমলাউপস্থতি হন ।।হথোয় ছলি ব্যবসায়ীধনশ্বের রায়।অগাধধন, চৌদ্দকূল বসি খায় ।। পত্নীসুমতি ছলিসাতকুমার। সংসারছলিতারলক্ষ্মীর ভান্ডার।। যথাকালধেনশ্বের করলিগমন । বধিবা হইলোপত্নী- ভাগ্যরে লখিন ।। সর্বদা কলহকরে সপ্ত বধূ গণ । মারমার কাটকাটহইত সর্বক্ষণ ।। সংসার রচলিযযোরমতো যার। সুখরে পরবিার হইলছারখার ।। এই দুঃখে ধনশ্বের পত্নীভীষন শোকে । বনে গমন করলি জীবনত্যাজতিে ।। সইে বনে বৃদ্ধা বসি করহোয়হায়। এই বুঝলিখো ছলিবধিাতারখাতায় ।। এই দখেি হরপ্রিয়িাবৃদ্ধারূপধরে । ছদ্দবশেে দখো দলিনেধনশ্বের ভার্যারে ।।দেবী কহনে কে তুমি দাহ পরচিয়।কোথা হতে আসলিে বলোহ আমায়।। স্থানবড় ভয়ানক নর্জিন বন । হথো হোথানানা জন্তু করে বচিরণ । বুড়বিলমোগো পোড়া কপালআমার। ভয় আমকিরনিাআর মরবিার ।। এত বলি বৃদ্ধাসবকথাকন । শুনযি়া দুঃখতি হইলোকমলারমন ।। বৃদ্ধা প্রতি বষ্ণিুপ্রযি়াকহনে বচন । আত্মহত্যা মহাপাপশাস্ত্রেরে লখিন।। যাওতুমি গৃহে ফরিকিরো লক্ষ্মী ব্রত । অবশ্যই আসবিে সুখপূর্বরে মতো ।। গুরুবারে সন্ধ্যাকালমেলি এঁয়োগন । ব্রতরে সকল কছিুকরবিে আয়োজন ।। আসন পাতি তাহলেক্ষ্মী মূর্তি বসাইবে ।আম্র পল্লব, গোটা ফলে ঘট সাজবিে ।।বেবিধি পুস্প, বল্বিপত্র নবৈদ্য সকল ।দবিে কলা,শর্করা আতপ তণ্ডুল ।।একটকিরে মুদ্রা রাখবিে লক্ষ্মী ঘটে।একমুষ্টি তণ্ডুল জমাইবে লক্ষ্মী ভাঁড়ে।।আম্র পল্লবে করবিে সিঁদুর তলৈেগোলা।চাল বাটি লক্ষ্মী সম্মুখে দবিওোলপিনা ।।ধূপ দীপজালি সম্মুখে রাখবিে । আসনপাতি লক্ষ্মী পূজায়বসবিে ।। একমনপেূজাদবিে লক্ষ্মী নারায়ন । পূজাশষেবে্রত কথাকরবিে পাঠন।। নাকরযি়োপূজায়ঘণ্টা বাদন । পূজান্তে উলু দবিমেলি এঁয়োগন ।। এই ভাবে যইে জনলক্ক্ষ্মী ব্রত করে । কোন দুঃখ তারআরনাহি রহবিে ।। শুনযি়া বৃদ্ধাকহলিআনন্দতি মনে । কে মা তুমি কহোপরচিয়দানে ।। এই শুনি লক্ষ্মী দেবীস্ব মূর্তি ধরে । ভক্তি চত্তিে বৃদ্ধাকাঁদে ভূমিওপরপড়ে ।।লক্ষ্মী বলে যাহতুমি নজিরে ভবন ।গুরুবারে আমাকে পূজবিে নযি়মমতোন ।।এত বলি বদিায় লইল সাগর নন্দনী(মালক্ষ্মী সাগররাজার কন্যা) ।ঘরে ফরি আসলিধনশ্বের পত্নী ।। বধূগনে কহলিলক্ষ্মীর ব্রতরে কথন ।গুরুবারে লক্ষ্মী ভজে সপ্ত বধূ গণ ।।ধীরে ধীরে হইল সুখরে ভবন । যমেনআছলিঘর পূর্বরে মতোন ।। সপ্ত ভাইমলিে মশিে কলহ বসির্জন । সংসারহইলো যনে স্বর্গরে দবেভবন ।। এইদখেি এক রমণী পূজামানতকরে ।স্বামী চরিরোগী, উপার্জন হীনসংসারে।।ভক্তি ভরে সইে নারী লক্ষ্মী দেবীভজে । হরপ্রিয়িারকৃপায়তাহার দুঃখসকল ঘোচে ।।রোগ ছাড়ি তারস্বামী সুস্থ হইল। এইভাবে সকল দুঃখ তারঘুচলি।। আনন্দদেনিে জন্মলি তাঁহাদরে সুন্দর নন্দন ।লক্ষ্মীর কৃপায়তারবাড়লিধন জন ।। এইভাবে লক্ষ্মী ব্রত ছড়ায় দশেদশোন্তরে ।সকলে শুনি লক্ষ্মী দেবীর পূজাকরে ।।লক্ষ্মী কৃপায় সকলরে দুঃখ চলি যায় ।কমলারকৃপাসকলরে ওপর বর্ষায় ।।একদনি লক্ষ্মী পূজাকরে বামাগন ।আসলিএক বনকি তাঁহাদরে সদন ।। বনকিকহে কোন দেবী কি পরচিয় । করলিপেূজা দেবীর, কি ফলহয় ।। বামারা বলইেনলিক্ষ্মী দেবী জগত জননী।লক্ষ্মী কৃপায় সুখে রহে ব্রতনিী ।।গুরুবারে যে জন লক্ষ্মী পূজা করে ।অবশ্যই থাকবিে সুখে কমলারবরে ।। এইবাক্য শুনে হাসে বনকি

মহাশয়।মাননিা এই সত্য তব কথায় ।। কপালযেদনিাথাকে ধনরে লখিন। করিূপদেবিে লক্ষ্মী বর- ধন- জন ।।শুধুশুধুলক্ষ্মীপূজা করি কি হয়।বৃথাকাটাইতছেো কমলাপূজায়।। গর্বভেরাবাক্য লক্ষ্মী সইতে নারে । ধীরধীরে মাকমলাছাড়লি তাহারে।। ঝড়উঠতিারনৌকা জলে ডোবে । ধন জনআদগিলেো নানা রোগে ভোগে ।। মড়করেোগে তারগৃহ হইল ছারখার । ভখিারীহইয়া বনকিঘোরে দ্বারে দ্বার ।।এককালে সে থাকতি রাজার হালে । আজসে ভখিারী, পথে কষ্টে চলে ।। এইভাবে বহু দশে ঘোরে সদাগর । একদনিআইলো সে অবন্তী নগর ।। সইে স্থানবে্রত করে যতকে বামাগনে ।বসি তারা মন দয়ে লক্ষ্মীর ভজনে ।।এই দখেি পূর্ব কথাহইলো স্মরণ । এইস্থানে দবেীরে করছিে অবমানন ।।সইে পাপে সব ধ্বংসহইলো তার।ভূমতিে লোটাইয়ে সদাগর কান্দবোরবার ।।এই স্থানে করছেি মাগো বহু অহঙ্কার ।সইে পাপে সব কছিু হইলো ছারখার ।।ধন গর্বে মত্ত হয়ে করনিুঅবহলো ।সইে অপরাধে মাতুমমিোরে ত্যাজলি।।ক্ষুধার জ্বালায় মাগো ঘুরদিশেদশোন্তরে ।ধন- জন- আত্মীয় গলো আমাকে ছড়েে ।।তুমি মাতা দয়াময়ী বষি্ণু বক্ষবলিাসনিী ।তুমি মাতা ভগবতী জগতপালনিী ।। তুমযিারে রক্ষা করো কসিরে তারভয় । তুমযিারে ত্যাজযিাও,সে সব হারায় ।।তুমি যারে কৃপাকর, সইে ধন্য হয় ।তোমার আশসিে মাগো সর্ব সদ্ধিহিয় ।।এই ভাবে সদাগর লক্ষ্মী স্তব করে ।কমলারকৃপাদৃষ্টবিনকিরে উপর পড়ে ।।লক্ষ্মীর কৃপায়বনকি সব ফরিি পায়।গৃহে ফরিি মন দয়ে লক্ষ্মীর পূজায় ।।লক্ষ্মীর কৃপায়তাহার ধন জন বাড়ে ।এই ভাবে ব্রত প্রচার হয় দশেদশোন্তরে ।এই ভাবে সকলে লক্ষ্মী পূজাকরে । ধনজেনে বাড়লি কমলারবরে ।। খাদ্য ধনজন বাড়লি লক্ষ্মীর কৃপায়। হরহিরবিলতুলযি়া হস্ত দ্বয় ।। যইে জন ভক্তভিরলিক্ষ্মী পূজবিে । অবশ্যই তাহারদুঃখ সকল ঘুচবিে ।। যে পড়ে ব্রতকথা,আর যবো করে শ্রবন ।অবশ্যই পাইবে সে মালক্ষ্মীর চরণ ।।ব্রত কথা শুনবিে অবশ্যই ভক্তি মনে ।লক্ষ্মীর কৃপায়বাড়বিে ধনে জনে ।। জয়জয় ব্রহ্মময়ী, মানারায়নী । তোমারকৃপায় শষে করনিুগ্রন্থ খানি ।

Published on: Jan, 14 2023 12:14